Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue : 65
January-March 2021

শিশু-কিশোরদের ইসলামি শিক্ষা প্রদানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন : একটি পর্যালোচনা

Islamic Foundation in Offering Education to Children and Adolescents: A Review

Abul Kalam Mohammad Obaidullah *

ABSTRACT

Masjid based child and mass education program is one of the biggest and important projects of Islamic Foundation. In 1993 in order to involve the imams in the socio-economic developmental activities and for the spreading of education, the government launched masjid-based education program for imparting education to the pre-primary children, dropped-out adolescents and illiterate aged people under the project of masjid-based education. In this project the imams of masajid teach the children and adult learners Bengali, math, English, Arabic, morality, ethics etc. at the masjid-centers. Most of the beneficiaries of this project are underprivileged, poor and illiterate population. The present article by reviewing the masjid-based child and mass education program of Islamic Foundation, aims to determine its special aspects, and thereby offer a couple of suggestions. In this research, descriptive-analytical method has been applied. The article has observed that through this project the pre-primary education is advancing in the rural underdeveloped regions. there is, however, a need to take some active steps which would render the project more operative and functional.

Keywords: Islamic Foundation; Masjid-based child and mass education program; Illiteracy; Literacy; the Spread of Education

সারসংক্ষেপ

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্প। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও শিক্ষা বিস্তারের কাজে মসজিদের ইমাম সাহেবদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৩ সালে মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক এবং ঝরে পড়া (ড্রপ-আউট) কিশোর-কিশোরী ও অক্ষরজ্ঞানহীন বয়স্কদের জন্য মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। এ প্রকল্পে মসজিদের ইমামগণ মসজিদ কেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজী, আরবী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করছেন। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী অধিকাংশই সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী। ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর পর্যালোচনা করে এর বৈশিষ্ট্যমূলক দিকগুলো চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা তৈরি করা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এ গবেষণায় বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি যে-ফলাফলে উপনীত হয়েছে তা এই যে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত স্থানে এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে; তবে এই প্রকল্পকে আরও কার্যকরী করে তোলার জন্য কিছু সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে।

* Abul Kalam Mohammad Obaidullah is an M.Phil Researcher, Department of Islamic Studies, National University, Gazipur, and Lecturer, Department of Islamic Studies, Susang Government College, Durgapur, Netrokona. E-mail: akmobaidullah1@gmail.com

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, নিরক্ষরতা, সাক্ষরতা, শিক্ষা-বিস্তার

ভূমিকা

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ স.-এর ওপর প্রথম অবতীর্ণ হওয়া ওহী ছিল জ্ঞানার্জনের বিষয়ে। রাসূলুল্লাহ স.-কে আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই এর মাধ্যমে শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। তা ছাড়া ইসলামী শরীয়তের বিষয়ে গভীর জ্ঞান আহরণের জন্য অবশ্যই শিক্ষকের সান্নিধ্যে থেকে জ্ঞানার্জন করতে হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে শিক্ষার প্রতি মুসলিমদের মনোযোগ ছিল অত্যধিক এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। জীবনের সূচনাকাল যৌবনে গভীর জ্ঞান অর্জন করা হলেও শিশুকালে লব্ধ জ্ঞানের প্রভাব পরবর্তী জীবনের ওপর অনেক বেশি হয়। তাই মক্তব, প্রাথমিক মাদরাসা বা স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠে শিশুর মানসগঠন ও জ্ঞানচর্চা। বড় বড় সাহাবা ও তাবেয়ির পক্ষ থেকে শিশুদের সঠিকভাবে গড়ে তুলতে দেওয়া হয় প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশাবলি। বড়দের কাছ থেকে শিখে তারা পরবর্তী প্রজন্মকে আবার শেখাতে থাকেন। প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ বিন আব্বাস র.-এর শিষ্য মুজাহিদ বিন জাবার রহ. বলেছেন, ‘শিক্ষকরা শিশুদের সঙ্গে ন্যায়পূর্ণ আচরণ না করলে কিয়ামতের দিন তারা জালিমদের সঙ্গে থাকবে (Ibn Ḥibbān 1973, 9/173)।’ সাহাবাদের যুগ থেকে শিশুদের শিষ্টাচার, ভদ্রতা ও ন্যায়নিষ্ঠা শেখানোর প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়। তাই ছোটবেলার মক্তব বা পাঠশালা শেষ করা এই ছাত্রদের পরবর্তী জীবনে শৈশবের শিক্ষার প্রভাব দেখা যেত। উমাইয়া যুগে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রের গুরুত্ব ছিল অনেক। একবার খলিফা মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রা. মক্তব পরিদর্শনে যাওয়ার আগমুহূর্তে শিক্ষক-ছাত্রদের বলে দেন, আমিরুল মুমিনিন এলে তোমরা তাঁকে সালাম দেবে। তিনি এলে ছাত্ররা দাঁড়িয়ে বলল, ‘আসসালামু আলাইকা ইয়া আমিরুল মুমিনিনা ওয়া রহমাতুল্লাহ

ওয়া বারাকাতুহু।' তখন তিনি জবাব দিয়ে বলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি মুসলিমদের বংশধরদের মধ্যে বরকত দান করো। হে আল্লাহ, তুমি মুসলিমদের বংশধরদের মধ্যে বরকত দান করো (Ibn 'Asākir 1995, 67/247)।'

শিশুশিক্ষার গুরুত্বকে সামনে রেখে তাদেরকে সুনাগরিক ও সুশিক্ষিত করে তোলার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প চলমান করে। এ প্রকল্পে মসজিদের ইমামগণ মসজিদকেন্দ্রে শিশু ও বয়স্ক শিক্ষার্থীদেরকে বাংলা, অংক, ইংরেজী, আরবী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধসহ বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সুবিধাবঞ্চিত স্থানে এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও কোর্স সম্পন্নকারীদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের অধিকাংশই সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী। এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন, সহজ কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ জন ও বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৫জন (IFB 2020)।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের পর্যায়ভিত্তিক আলোচনা করা হয়েছে এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে এগুলোর উপযোগিতা ও প্রায়োগিকতা তুলে ধরা হয়েছে। প্রকল্পে ত্রুটিপূর্ণ দিকগুলো পর্যালোচনা করে সেগুলোর ব্যাপারে সুপারিশ ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ : পরিচিতি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যা ইসলামের আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রচার করে এবং সে সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা করে। ফাউন্ডেশনটির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত, যেটি ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ২৯ টি ইসলামিক প্রচারণা কেন্দ্রের সহায়তায় কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে।

১৯৫৯ সালে, বাংলাদেশের ঢাকায় ইসলামের শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে দুটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা হয়। বায়তুল মোকাররম সোসাইটি নির্মাণ করেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ এবং আলিমগণ, ইসলামী দর্শন, সংস্কৃতি ও জীবনব্যবস্থাকে মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এবং তা নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলুম। ১৯৬০ সালে দারুল উলুমকে ইসলামিক একাডেমী নামে নামকরণ করা হয় এবং করাচিভিত্তিক সেন্ট্রাল ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ এর একটি শাখা হিসেবে রূপান্তর করা হয়। ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ করা হয় ইসলামিক একাডেমীকে। ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ বায়তুল মুকাররম সোসাইটি এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামিক একাডেমীকে একীভূত করে এক অধ্যাদেশবলে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭৫ ইসলামিক ফাউন্ডেশন অ্যাক্ট প্রণীত হয়। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। সুপ্রাচীনকাল থেকে এ দেশে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধের লালন ও চর্চা হয়ে আসছে। ইসলামের এই সমুন্নত

আর্দশ ও মূল্যবোধের প্রচার ও প্রসার কার্যক্রমকে বেগবান করার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এ্যাক্ট অনুযায়ী এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:

ক. মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

খ. মসজিদ ও ইসলামী কেন্দ্র, একাডেমী ও ইনস্টিটিউট এবং সমাজসেবায় নিবেদিত সংগঠনসমূহকে আর্থিক সহায়তা দেয়া;

গ. সংস্কৃতি, চিন্তা, বিজ্ঞান ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদানের উপর গবেষণা পরিচালনা;

ঘ. ইসলামের মৌলিক আর্দশ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি প্রচার করা ও প্রচারের কাজে সহায়তা করা এবং সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ইসলামী মূলোবোধ ও নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করা;

ঙ. ইসলামী মূল্যবোধ ও নীতিমালা জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত গবেষণার আয়োজন করা ও তার প্রসার ঘটানো এবং জনপ্রিয় ইসলামী সাহিত্য সুলভে প্রকাশ করা এবং সেগুলির বিলি-বণ্টনকে উৎসাহিত করা;

চ. ইসলাম ও ইসলামের বিষয় সম্পর্কিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচারপুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা;

ছ. ইসলামের ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপর সম্মেলন, বক্তৃতামালা, বিতর্ক ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা;

জ. ইসলাম বিষয়ক গবেষণার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন করা;

ঝ. ইসলাম সম্পর্কিত প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া, প্রকল্প গ্রহণ করা কিংবা তাতে সহায়তা করা;

ঞ. ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা;

ট. বায়তুল মোকাররম মসজিদের ব্যবস্থাপনা ও উন্নতিবিধান করা এবং

ঠ. উপরিউক্ত কার্যাবলির যেকোনটির ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক বা আপতিক সকল কাজ সম্পাদন করা (IFB 1975, Act XVII)।

কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এর সংখ্যা ১৩টি, সেগুলো হলো: প্রশাসন, সমন্বয়, অর্থ ও হিসাব, পরিকল্পনা, ইসলামিক মিশন, প্রকাশনা, গবেষণা, অনুবাদ ও সংকলন, ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনা, দ্বীনি দাওয়াত ও সংস্কৃতি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন ছাপাখানা এবং যাকাত বোর্ড। (যাকাত বোর্ড অ্যাক্ট ১৯৮২; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পরিচিতি, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খণ্ড, ১৯৮৮ (banglapedia 2015, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা বাস্তবায়নের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন যেসব কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তার মধ্যে নিম্নোক্ত ৪টি কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

এক : মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের অধীনে শিশুশিক্ষা;

দুই : ইসলামী মিশনের অধীনে মসজিদভিত্তিক মক্তব;

তিন : ইসলামী মিশনের অধীনে ইবতেদায়ী মাদরাসা;

চার : দারুল আরকাম মাদরাসা।

এক : মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর শিক্ষা কর্যক্রম

সরকারের সবার জন্য শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ১৯৯২ সালে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন, 'মসজিদভিত্তিক সমন্বিত, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে (IFB 2008, p-2)। এ কার্যক্রমের সফলতায় পরবর্তীতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে দেশের জাতীয় শিক্ষা নীতিতে এ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় মসজিদের ইমামগণ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে শুধু আগ্রহ সৃষ্টি করেন না; বরং তাদেরকে স্কুলভীতি দূর করে বাংলা, ইংরেজি, অংক, আরবী বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করছেন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা, শিষ্টাচার এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। এ প্রকল্পে মসজিদের ইমামগণ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিদিন দুই ঘণ্টা বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবী শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

সারণি-৪ : মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্পে সিলেবাসভুক্ত স্তর-ভিত্তিক বইয়ের তালিকা

পবিত্র কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র (বয়ঃস্তর ৬-১০)	প্রাক-প্রাথমিক (বয়ঃস্তর ৬-১০)	বয়স্কস্তর (বয়ঃস্তর ১৫-৩৫)
১. সহজ কুরআন শিক্ষা ২. একাডেমিক সিলেবাস	১. কায়দা ও দীনী শিক্ষা (আরবী) ২. আমার প্রথম পড়া (বাংলা, ইংরেজি ও গণিত)	১. পড়া শিখি (১ম ও ২য় পাঠ) বাংলা ২. কায়দা ও আমপারা ৩. আমরা শিখি গণিত ৪. ব্যবহারিক তথ্যবার্তা

উৎস: মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম শীর্ষক প্রকল্প দপ্তর থেকে ২০২০ সালে সংগৃহীত।

এ ছাড়াও প্রতিটি স্তরে রিসোর্স সেন্টারের[১] মাধ্যমে প্রেরিত বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক শিক্ষা বই[২] পড়ানো বা ধারণা দেওয়া হয়ে থাকে। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী অধিকাংশই সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী। প্রকল্পটি সফলভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ৬টি পর্যায় শেষ হয়েছে। ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ৩২ হাজারটি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ৪৪,১০,০০০ জন শিশু শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।[৩] বর্তমানে ৭ম পর্যায় চলমান। ৭ম পর্যায়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. রিসোর্স সেন্টার: সারাদেশে ৭৬৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৭,৬০০জন বয়স্ক (পুরুষ, মহিলা এবং জেলখানার কয়েদী) নিরক্ষরকে সাক্ষরতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়) প্রকল্প

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

প্রকল্পের মেয়াদকাল : জানুয়ারী' ২০২০ - ডিসেম্বর' ২০২৪ পর্যন্ত।

প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩১২৮৪৬.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)।

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বরাদ্দ : ৫০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)।

২. বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক শিক্ষা বই: ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকল্প দপ্তর থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক শিক্ষা বই বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং স্বাক্ষরতা হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে বয়স্ক, পুরুষ, মহিল এবং জেলখানার কয়েদীদের সাক্ষরতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা।

৩. ৪টি পর্যায়: প্রকল্পের প্রথম পর্যায়: ১৯৯০-৯৫ সালের (মে ১৯৯২ মাসে) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটির প্রথম পর্যায় শুরু হয় এব শেষ হয় জুন ১৯৯৫-তে। মোট প্রকল্প ব্যয় ছিল ৫৯৯.৩২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। পর্যায়ে ৭৪, ৮৮০ জন লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৯৪,৫৯০ জনকে (২৬% বেশি) নিরক্ষরতামুক্ত করা হয় এবং সেই সঙ্গে ১৯২টি জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগারও পরিচালনা রা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়: জুলাই ১৯৯৫ থেকে জুন ২০০০ সাল মেয়াদে সম্প্রসারিত আকারে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রকল্পটি গৃহীত হয়। মোট প্রকল্প ব্যয় ৩,৭৫০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) ধার্য করা হয়। এ পর্যায়ে ৬,১১,৫২০ জন লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ৬,৮৩,৫২০ জনকে (১১% বেশি) নিরক্ষরতামুক্ত করা হয় এবং সেই সঙ্গে ৫১২টি জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগারও পরিচালনা করা হয়।

তৃতীয় পর্যায়: জুলাই, ২০০০-ডিসেম্বর ২০০৫ সাল মেয়াদে প্রকল্পটি সম্প্রসারিত আকারে এর তৃতীয় পর্যায় গৃহীত হয়। এতে মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয় ৯,৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। এ পর্যায়ে সারা দেশে ১২,০০০ মসজিদ শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬,৩৩,৬০০ জন শিক্ষার্থীকে জীবনব্যাপী ও মডেল পাঠাগারে পাঠদান লক্ষ্যমাত্রার স্থলে ১৬,৪৩,০৪০ জনকে (১% বেশি) পাঠদান করা হয়েছে। এছাড়া ৭০৪টি জীবনব্যাপী ও মডেল পাঠাগার পরিচালনা করা হয়েছে।

৪র্থ পর্যায়: জানুয়ারী ২০০৬-ডিসেম্বর ২০০৮ সাল মেয়াদে ৪র্থ পর্যায়ের প্রকল্পটি গৃহীত হয়। এতে মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়, ২১,৬০০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। এ পর্যায়ে সারা দেশে ১৮,০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে পাঠদানের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২৯,৩৭,৬০০ জন শিক্ষার্থী এবং সাধারণ ও মডেল রিসোর্স সেন্টারের সংখ্যা ১,৪৭৪টি। প্রকল্পের ৪টি পর্যায়ে মোট স্বাক্ষরতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩,৫৮,৭৫০ জন।

৫ম পর্যায় : ৫ম পর্যায়ে প্রকল্পটি ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৬৪৩.৫৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গৃহীত হয়েছে। এতে ৫২,৮৬,০০০ শিক্ষার্থীর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক ৬৪৩.৫৫ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন হয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বিগত বছরের সাফল্য

শিক্ষাবর্ষ	শিক্ষাকেন্দ্রের ধরন	কেন্দ্র সংখ্যা	ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
২০১৩	প্রাক-প্রাথমিক	২৪,০০০	৭,২০,০০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২,০০০	৪,২০,০০০
২০১৪	প্রাক-প্রাথমিক	২৪,০০০	৭,২০,০০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১২,০০০	৪,২০,০০০
২০১৫	প্রাক-প্রাথমিক	২৬,০০০	৭,৮০,০০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	১৭,৪০০	৬,০৯,০০০
২০১৬	প্রাক-প্রাথমিক	২৮,০০০	৭,৮০,০০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	২২,৮০০	৭,৯৮,০০০
২০১৭	প্রাক-প্রাথমিক	৩০,০০০	৯,০০,০০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	২৯,২০০	১০,২২,০০০
২০১৮	প্রাক-প্রাথমিক	৩২,০০০	২৭,০৭,০০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৪১,০০০	
২০১৯	প্রাক-প্রাথমিক	৩২,০০০	২৭,০৭,০০০
	পবিত্র কুরআন শিক্ষা	৪১,০০০	

সূত্র : ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় (mora 2020)

মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর কার্যক্রম প্রকল্পের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিধি

ক. প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়

ক. প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য একটি সুসংগঠিত মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি করা।

খ. মসজিদভিত্তিক এ কর্মসূচির মাধ্যমে চলমান উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে আরও বেগবানকরত কর্মসূচি সম্প্রসারণপূর্বক বয়স্ক স্তরের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা করা।

গ. নব্য ও স্বল্প শিক্ষাপ্রাপ্তদের জন্য জীবনব্যাপী (অব্যাহত) শিক্ষা চর্চা প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে অব্যাহত রাখা, যাতে নবঅর্জিত সাক্ষরতা জ্ঞান সতেজ ও সজীব থাকে এবং পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে।

ঘ. কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক বয়স্ক নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ. চলমান পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী ১৮০০০টি শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১৬,২০,০০০ শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা। প্রতিটি কেন্দ্রে প্রতি বছর ৩০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করা।

চ. চলমান পর্যায়ে বয়স্ক স্তরের শিক্ষার্থীদের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশে ৭৬৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫৭.৬০০জন বয়স্ক (পুরুষ, মহিলা এবং জেলখানার কয়েদী) নিরক্ষরকে সাক্ষরতা এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা। প্রতিটি বয়স্ক কেন্দ্রে প্রতিবছর ২৫ জন করে বয়স্ক শিক্ষার্থী ভর্তি করা।

ছ. চলমান পর্যায়ে সারাদেশে ১২০০০ শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে ১২,৬০,০০০ জন স্কুলগামী শিক্ষার্থী ও ঝরে পড়াদের সহীহ-শুদ্ধভাবে পবিত্র কুরআন শরীফ শিক্ষাদান ও বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা শিক্ষা দান করা।

জ. চলমান পর্যায়ে প্রকল্প কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নব্য সাক্ষর শিক্ষার্থীদের এবং নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় অনুশাসন/নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে এবং বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা শিক্ষা প্রদান করতে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রকল্প এলাকায় ১৪৭৪টি রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা।

শিশু-কিশোর শিক্ষা প্রকল্পের কর্মপরিধি নিম্নরূপ

* প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিক্ষার্থী তৈরি করা।
* সরকারের গণশিক্ষা ও সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করা।
* অর্জিত শিক্ষাকে জীবনব্যাপী ধরে রাখার জন্য অব্যাহত শিক্ষা পাঠাগার পরিচালনা করা।
* স্থানীয় জনসাধারণকে অব্যাহত শিক্ষা পাঠাগার/জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার ও মডেল পাঠাগারে পাঠের সুযোগ দান।
* রির্সোস সেন্টার/অব্যাহত শিক্ষা পাঠাগার ও মডেল পাঠাগারের মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি।
* শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা বেতনে শিক্ষাদান ও বিনামূল্যে সকল পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ।
* উপজেলা সংলগ্ন শিক্ষা কার্যক্রম নিবিড় পরিদর্শনের সুবিধার্থে মডেল কেয়ারটেকার ও সাধারণ কেয়ারটেকার কর্তৃক কেন্দ্র ও রিসোর্স সেন্টার শিক্ষা পাঠাগার পরিদর্শন।
* উপজেলা পর্যায়ে এ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস না থাকায় উপজেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত মডেল রিসোর্স সেন্টার/ শিক্ষা পাঠাগার/লাইব্রেরিকে প্রকল্প দলিলের প্রভিশন অনুযায়ী উপজেলা পর্যায়ে সাব অফিস হিসেবে ব্যবহার ও কার্যক্রম পরিচালনা।
* ইমাম ও শিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং
* কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য কেন্দ্র, উপজেলা ও জেলা মনিটরিং/উপদেষ্টা কমিটি এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন এবং সভা কার্যক্রম।

মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর কার্যক্রম প্রকল্পের উপরোল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কর্ম পরিধি পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, এটি একটি জনহিতকর, ধর্মীয়-নৈতিক শিক্ষামূলক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবান্ধব প্রকল্প।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও কার্যক্রম প্রকল্পের মেয়াদকাল, পর্যায়, লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রগতি

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ইসলামিক ফাউন্ডেশন-এর সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। এই প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম জানুয়ারি ১৯৯৩-৪ থেকে শুরু হয়ে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত (৫ম পর্যায়) চলমান রয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের মেয়াদকাল, পর্যায়, লক্ষ্যমাত্রা, অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যাদি সারণির মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো। এ সারণিসমূহে এক নজরে শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত প্রকল্প সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি-৫ : মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের সকল পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি

ক্রম	মেয়াদ (পর্যায়)	লক্ষ্যমাত্রা (জন)	বাস্তবায়ন	অগ্রগতি	মন্তব্য
১	১৯৯৩-৯৫ (১ম)	৭৮,৮৮০	৯৪,৫৯০	১২৬%	১৯,৭১০জনকে অতিরিক্ত শিক্ষা দান
২	১৯৯৬-২০০০ (২য়)	৬,১১,৫২০	৭,২৩,৮৮০	১১১%	১,১২,৩২০ জনকে অতিরিক্ত শিক্ষা দান
৩	২০০০-০৫ (৩য়)	১৬,৩৩,৬০০	১৬,৪৩,০৪০	১০১%	৯,৪৪০ জনকে অতিরিক্ত শিক্ষা দান
৪	২০০৬-০৮ (৪র্থ)	২৯,৩৭,৬০০	২৯,৩৭,৬০০	১০০%	১৬,৭৭,৬০০ জনকে প্রাক-প্রাথমিক এবং ১২,৬০,০০০ জনকে কুরআন শিক্ষা দান
৫	২০০৯-১৪ (৫ম)	৬৫,৩৫,২০০	৬৫,৩৫,২০০	১০০%	৪৪,৭৭,৬০০ জনকে প্রাক-প্রাথমিক এবং ১২,৬০,০০০ জনকে কুরআন শিক্ষা দান
৬	২০১৫-২০১৯ (৬ষ্ঠ)	৯৫,২০,০০০	৯৫,২০,০০০	১০০%	৯৫,২০,০০০ জনকে শিক্ষাপ্রদান
৭					চলমান

উৎস: মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কর্যক্রম প্রকল্প কার্যালয়ের ২০২০ সালে সংরক্ষিত তথ্য থেকে সংগৃহীত।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের তথ্যচিত্র ২০১৯

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কার্যক্রমের আওতাধীন জেলা	কার্যক্রমের আওতাধীন উপজেলা	শিক্ষকেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থী পাঠদানে লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য	রিসোর্স সেন্টার
০১	প্রথম পর্যায় (মে/১৯৯২ থেকে জুন/১৯৯৫ পর্যন্ত)	৬৪টি জেলা	৬৪টি উপজেলা (প্রতি জেলায় ১টি করে উপজেলা)	১১৫২টি	৭৪,৮৮০ জন	৯৪,৫৯০ জন	১৯২ টি

ক্রম	প্রকল্পের নাম	কার্যক্রমের আওতাধীন জেলা	কার্যক্রমের আওতাধীন উপজেলা	শিক্ষকেন্দ্রের সংখ্যা	শিক্ষার্থী পাঠদানে লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত সাফল্য	রিসোর্স সেন্টার
০২	দ্বিতীয় পর্যায় (জুলাই/১৯৯৫ থেকে জুন/২০০০ পর্যন্ত)	৬৪টি জেলা	১৯২টি উপজেলা (প্রতি জেলায় ৩টি করে উপজেলা)	৮০০০টি	৬,১১,৫২০ জন	৬,৮৩,৫২০ জন	৫১২টি
০৩	তৃতীয় পর্যায় (জুলাই/২০০০ থেকে ডিসে./২০০৫ পর্যন্ত)	৬৪টি জেলা	২৫৬টি উপজেলা (প্রতি জেলায় ৪টি করে উপজেলা)	১২০০০টি	১৬,৩৩,৬০০ জন	১৬,৪৩,০৪০ জন	৭০৪টি
০৪	চতুর্থ পর্যায় (জানু./২০০৬ থেকে ডিসে./২০০৮ পর্যন্ত)	৬৪টি জেলা	জেলার সকল উপজেলা	প্রাক প্রাথমিক : ১৮০০০টি কুরআন শিক্ষা : ১২০০০টি	১৬,২০,০০০ জন ১২,৬০,০০০ জন	২৮,৮০,০০০ জন	১৪৭৪টি
০৫	পঞ্চম পর্যায় (জানু./২০০৯ থেকে ডিসে./২০১৪ পর্যন্ত)	৬৪টি জেলা	জেলার সকল উপজেলা	প্রাক প্রাথমিক : ১৮০০০টি কুরআন শিক্ষা : ১২০০০টি	৩৯,০০,০০০ জন ২৫,২০,০০০ জন	৬৪,২০,০০০ জন	১৫৩৬টি
০৬	ষষ্ঠ পর্যায় (জানু./২০১৫ থেকে ডিসে./২০১৯ পর্যন্ত)	৬৪টি জেলা	জেলার সকল উপজেলা	প্রাক প্রাথমিক : ৩২০০০টি কুরআন শিক্ষা : ৪১০০০টি	৯৫,২০,০০০	৯৫,২০,০০০	
০৭	ষষ্ঠ পর্যায় (জানু./২০২০ থেকে ডিসে./২০২০ পর্যন্ত)	৬৪টি জেলা	জেলার সকল উপজেলা	চলমান			

সূত্র : মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টার ২০২০ থেকে সংগৃহীত।

শিশু-কিশোরদের পাঠদানের জন্য শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

সারণি-৬ : শিশু-কিশোরদের বাস্তবায়নকৃত ৮৪টি প্রাক-প্রাথমিক কেন্দ্রকে উদাহরণ হিসেবে ধরে

শিক্ষাগত যোগ্যতা	শিক্ষক সংখ্যা	শতকরা হার
এস.এস.সি/দাখিল	২৫	২৯.৭৬%
এইচ.এস.সি/আলিম	৩২	৩৮.১০%
অন্যান্য (দাওরাহ, হাফিজ, ক্বারী)	২৭	৩২.১৪%
মোট	৮৪	১০০%

উৎস: মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প কার্যালয়ের সংরক্ষিত তথ্য থেকে সংগৃহীত।

সারণি ৬-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ৮৪টি কেন্দ্রের ৮৪ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৫ জন (২৯.৭৬%) শিক্ষক এস.এস.সি বা দাখিল, ৩২ জন (৩৮.১৪%) এইচ.এস.সি/আলিম এবং ২৭ জন (৩২.১৪%) (দাওরাহ, হাফিজ, ক্বারী, অন্যান্য) শিক্ষায় শিক্ষিত।

মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর কার্যক্রম প্রকল্পের পদ্ধতি

আমরা জানি প্রতিটি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য Teaching-learning method অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এ পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় ও কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা অতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। এ প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক ও কুরআন শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাইমারি স্কুলের মত পাঠ উপযোগী শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা না থাকলেও তাদের জন্য শ্রেণিকক্ষ হিসেবে মসজিদ অঙ্গন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বয়স্ক পুরুষ কেন্দ্রের জন্যও মসজিদ চত্বর ব্যবহৃত হয়। বয়স্ক মহিলা কেন্দ্রের জন্য সাধারণত কোন কাচারি ঘর বা ব্যক্তি বিশেষের ঘরের বারান্দা বা বাংলো ঘর ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রকল্পটির শুরু থেকে চলমান শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অবকাঠামোগত কোন ব্যয় এ প্রকল্পে ধরা হয়নি; বরং মসজিদকেই শ্রেণিকক্ষ ধরে শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ইমাম অথবা কোন শিক্ষিত যুবক বা মহিলা শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার মাধ্যমে মূলত শিক্ষার্থীদের Teaching-learning নিশ্চিত করে থাকেন। মসজিদের পূত-পবিত্র পরিবেশে শিক্ষার্থীদের পাঠদান নিশ্চিত করা হয়। এ ক্ষেত্রে ধর্মীয় অনুভূতি ও ভাবগাম্ভীর্য বজায় রেখে পাঠদানের ক্ষেত্রে আনন্দঘন পরিবেশ বজায় রাখার চেষ্টা গ্রহণপূর্বক শিক্ষক নবী রাসূল ও সাহাবাগণের জীবনী গল্পের আকারে বলে থাকেন। তাছাড়া, কো-কারিকুলাম এক্টিভিটিজও (যেমন- হামদ, নাত, দুআ-দরূদ, মাসআলা-মাসাইল ইত্যাদি) পরিচালনা করেন। এ পদ্ধতিতে শিক্ষাদান অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় বলে পরিগণিত

হয়। মূলত শিক্ষকদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপরই এ কার্যক্রমের পাঠদানের আকর্ষণ নির্ভর করে। তবে শিক্ষকদের প্রতিটি বইয়ের জন্য শিক্ষক নির্দেশিকা থাকলে এবং শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী উপকরণ প্রদান করা হলে এ ক্ষেত্রে আরো ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর কার্যক্রম এর সাংগঠনিক কাঠামো (২০০৮)

এক. অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের প্রভিশন অনুযায়ী প্রকল্প কার্যক্রম কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে মনিটরিং এবং দিক-নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি[৪] রয়েছে। স্টিয়ারিং কমিটি প্রতি ৩ মাস অন্তর এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রতি ২ মাস অন্তর সভায় মিলিত হন।

দুই. প্রকল্পের চলমান কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নের সঙ্গে জেলা প্রশাসকগণ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ প্রেক্ষিতে, কার্যক্রমের জেলা পর্যায়ের কর্মসূচি তদারকি ও মনিটরিং-এর জন্য জেলা প্রশাসকগণকে প্রধান করে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা মনিটরিং কমিটি[৫] রয়েছে। তাছাড়া, একইভাবে উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচি তদারকি ও মনিটরিং- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে প্রতি উপজেলায় একটি করে উপজেলা মনিটরিং কমিটি (IFB 2018, p-11-12) । রয়েছে। প্রশাসনের নিবিড় তদারকি ও মনিটরিং-এর মাধ্যমে এই প্রকল্পের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের কোর্স সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বছর শেষে পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত হচ্ছে।

তিন. অনুমোদিত প্রকল্প দলিলের প্রভিশন অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সর্বমোট অনুমোদিত ও কর্মরত জনবল ৫২২ জন। এরা হলেন- প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা ১৩ জন, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা ৬৪ জন, তৃতীয় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ৪৪৫ জন। নিয়মিত ৫২২ জন জনবল ছাড়াও ডিপিপির প্রভিশন অনুযায়ী শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ৬৪ জন মাস্টার ট্রেইনার নিয়োজিত আছেন।[৬]

---

৪. জেলা মনিটরিং কমিটি: জেলা প্রশাসকগণকে প্রধান করে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা মনিটরিং কমিটি রয়েছে।

৫. উপজেলা মনিটরিং কমিটি: উপজেলা পর্যায়ের কর্মসূচি তদারকি ও মনিটরিং-এর জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে প্রধান করে প্রতি উপজেলায় একটি করে উপজেলা মনিটরিং কমিটি রয়েছে।

৬. ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এ বলা হয়েছে যে, (১) প্রচলিত ব্যবস্থাকে গতিশীল করে যথাযথ মানসম্পন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদান (২) প্রত্যেক ধর্মের ধর্মীয় মৌল বিষয়সমূহের সঙ্গে নৈতিকতার উপর জোর দেওয়া এবং ধর্মশিক্ষা যাতে শুধু আনুষ্ঠানিক আচার পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে চরিত্র গঠনে সহায়ক হয় সেদিকে নজর দেয়া (দ্রষ্টব্য: জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, অধ্যায়-৭, ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা, পৃ. ২০)।

সমাজে মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর শিক্ষা কার্যক্রম-এর প্রভাব

ক. বর্তমানে দেশের জাতীয় শিক্ষানীতিতে এ কার্যক্রমকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।[৭] এ প্রকল্পে মসজিদের ইমামগণ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদেরকে একাডেমিক পর্যায়ে শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি ও শিক্ষাভীতি দূর করাসহ বাংলা, অংক, ইংরেজি, আরবী, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ শিক্ষা দিচ্ছেন। এটি সরকারের শিক্ষা কার্যক্রম ভিত্তিক জাতিগঠনমূলক একটি প্রকল্প। এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী অধিকাংশই সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর। জেলা প্রশাসকদের সক্রিয় সহযোগিতায় প্রকল্পটি সফলভাবে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

খ. এছাড়া প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ১৫৩৬ টি রিসোর্স সেন্টার-কাম অব্যাহত শিক্ষা পাঠাগারও পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্পটি ধারাবাহিকভাবে সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র পরিবারের শিশু শিক্ষার্থীদের প্রি-স্কুলিং ও সচেতনতা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রকল্পের নিজস্ব উদ্যোগে তাদের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির (প্রতি বছর গড়ে ৮১%) ব্যবস্থা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

গ. শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষার্থীর উপস্থিতির হার অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং 'ড্রপ-আউট' খুবই কম। প্রকল্পটি স্বল্প ব্যয়ে (মাথাপিছু ১২১৭/- টাকা) অধিক সুফল লাভকারী এবং প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকতর বাস্তবধর্মী সফল শিক্ষা কার্যক্রম। শিক্ষাভীতি দূর, দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি এবং ঝরে পড়ার হার হ্রাস করার ক্ষেত্রে এ প্রকল্প কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে। প্রকল্পটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে সফল, জননন্দিত ও গণচাহিদাপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

ঘ. প্রকল্পটির ফলাফল সম্পর্কিত বিষয়াদি জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা (MDG), জাতীয় অগ্রাধিকার, উন্নয়নের মূলনীতি, পরিকল্পনা, সম্পদ পরিস্থিতি এবং সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের (PRSP) সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ঙ. প্রকল্পটি পরিবেশ, কর্মসংস্থান, মানব সম্পদ উন্নয়ন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মহিলা ও শিশুদের উন্নয়ন, সচেতনতা শিক্ষা, মসজিদকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান, পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য হ্রাস প্রভৃতির উপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৪.৭% (*kalerkantho*, Sep. 6, 2020)। উক্ত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিরক্ষরতা দূরীকরণের সরকারি উদ্যোগ একশ ভাগ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মসজিদকেন্দ্রিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাপকভিত্তিক করা হলে আরও সফলতা অর্জন সম্ভব।

---

৭. জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা (MDG): জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা (MDG) নতুন শতাব্দীর একটি দিকনির্দেশক দলীল। ২০০০ সালের ৬ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর, জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্ক শহরে অনুষ্ঠিত শীর্ষ সম্মেলনে গৃহীত এই দলীলটিতে বিশ্বের ১৪৭ জন রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানের এবং ১৯৭ টি রাষ্ট্রের, যারা পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়কদের এই বৃহত্তম সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের উদ্বেগ প্রতিফলিত হয়েছে। এটি মূলত পৃথিবীতে শান্তি, প্রগতি এবং সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে রচিত ও গৃহীত।

প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের ফলে সমাজে নিম্নোক্ত ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় :

এক. সুবিধা বঞ্চিত, অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ছেলে-মেয়েরা প্রকল্পের আওতায় বিনা খরচে লেখা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে।

দুই. কোর্স সম্পন্নকারী ৮০% শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে/মাদরাসায় প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়। এতে করে কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিন. প্রকল্পের শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষাকেন্দ্রের অবকাঠামোগত কোন ব্যয় হয় না বিধায় অত্যন্ত কম ব্যয়ে শিক্ষা দেয়া যাচ্ছে।

চার. সহজ কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্কুলগামী এবং ঝরে পড়া ছেলেমেয়েরা সহজ উপায়ে সহীহভাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক উন্নয়ন ও সচেতনতা শিক্ষা লাভ করছে।

পাঁচ. শিক্ষার্থীদের মাঝে ধর্মীয় চেতনা, অনুভূতি ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এর প্রভাব সমাজের অন্যদের উপর পড়ছে।

ছয়. শিক্ষার্থীরা প্রকল্পের নির্দেশনা মোতাবেক স্ব-স্ব নাম শুদ্ধ ও অর্থবহভাবে রাখা ও লেখার সুযোগ পাচ্ছে।

সাত. দেশের আর্থিকভাবে পশ্চাৎপদ ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়ে দরিদ্রতা হ্রাস করতে পারছেন।

আট. প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে গড়ে উঠছে।

নয়. প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শুদ্ধভাবে নামায আদায় ও ধর্মীয় অনুশাস মেনে চলতে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠছে।

দশ. প্রকল্পে কর্মরত ইমামদের (শিক্ষক) মাধ্যমে যৌতুক প্রথা, মাদকাসক্তি নিরোধ, ধূমপান পরিহার, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বনায়ন, পরিবেশ উন্নয়ন, শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, বাল্য বিবাহ, নারী ও বিষয়ে সাধারণ জনগণকে সচেতন করা হচ্ছে।

এগার. বয়স্ক শিক্ষা ও রিসোর্স সেন্টারের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের মাঝে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করছে।

বার. রিসোর্স সেন্টার/অব্যাহত শিক্ষা পাঠাগারের মাধ্যমে পাঠকরা কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য ও দেশ বিদেশের বিভিন্ন খবর সম্পর্কে অবহিত হয়ে সমাজ ও দেশ সম্পর্কে সচেতন হতে পারছে।

তের. শিক্ষা ও পাঠাগার কার্যক্রম সমাজ তথা রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নে এবং আদর্শ জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

চৌদ্দ. শিশু শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাচ্ছে। তারা পড়াশোনার প্রতি মনোযোগী হয়ে গড়ে উঠছে এবং তাদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে।

পনের. সাধারণ জনগণের কাছে শিক্ষার গুরুত্ব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ষোল. দিনের অধিকাংশ সময় দেশের অব্যবহৃত মসজিদগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

সতের. শিশু শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আদব-কায়দা, দুআ-দরূদ, নামায-কালাম ইত্যাদি বিষয় অভিভাবকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হচ্ছে এবং এতে তারাও এসব বিষয়ে ক্রমে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

আঠার. শিক্ষার্থীদের মাঝে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হচ্ছে।

উনিশ. বয়স্ক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন হচ্ছে।

বিশ. মসজিদভিত্তিক শিক্ষাকেন্দ্র থেকে বহু স্কুল ও মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধিতে এ প্রকল্প কতটা কাজ করেছে। এ বিষয়ে একটি জরিপ পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে।

একুশ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভার ইউনিভার্সিটির ৩০ সদস্যের ছাত্র-প্রতিনিধিদল প্রকল্পের পবিত্র কুরআন শিক্ষাকেন্দ্র ও প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকেন্দ্রের ২টি কেন্দ্র সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। তারা প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে সমাজের অবহেলিত শিশুদের জন্য মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম চমৎকার একটি কর্মসূচি বলে মন্তব্য করেন এবং এর ব্যাপক সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন (IFB 2008, p-55)।

মসজিদভিত্তিক শিশু-কিশোর কার্যক্রম বাস্তবায়নে অসুবিধাসমূহ

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে সমাজে যেমন এর ইতিবাচক প্রভাব রয়েছে তেমনি এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে কিছু অসুবিধাও রয়েছে। নিম্নে এর অসুবিধাসমূহ উল্লেখ করা হল:

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিম্নরূপ সমস্যাসমূহ রয়েছে:

ক. কুরআন শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ পর্যাপ্ত নয়।

খ. কেন্দ্রের শিক্ষক সম্মানী কম। বর্তমানে সর্বোচ্চ সম্মানী ৫০০০ টাকা।

গ. ক্ষেত্র বিশেষ দুর্বল ছাত্রদের প্রতি বিশেষ নজর দেয়া হয় না।

ঘ. সাধারণ রিসোর্স সেন্টারে বাড়ি ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিল দেয়ার ব্যবস্থা নেই।

ঙ. রিসোর্স সেন্টারে পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ নেই।

চ. রিসোর্স সেন্টারে বই, ম্যাগাজিন, আসবাবপত্র, ফ্যান ইত্যাদি অপ্রতুল।

ছ. কিছু কিছু রিসোর্স সেন্টারে এখনও পাঠকদের বাড়িতে পড়ার জন্য বই ইস্যু করা হচ্ছে না।

জ. মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান পরিদর্শনের কাজে মাস্টারট্রেইনারের কোন মটর সাইকেল নেই। বাস্তবে তাদের কোনো কাজই নেই।

ঝ. জেলা পর্যায়ে ফিল্ড অফিসারকে দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতা করা জন্য কোন জনবল নেই।

ঞ. টিএ/ডিএ, টেলিফোন ও প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল।

ট. দায়িত্ব পালনকালে দুর্ঘটনায় মারা গেলে বা মারাত্মক আহত হলে কোন আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা নেই।

১. মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্প সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প হওয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় পর (কখনও ৩ বছর আবার কখনও ৫ বছর পর) সরকারের অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। অনুমোদন

প্রক্রিয়াধীন থাকা অবস্থায় প্রকল্পে কর্মকর্তা/কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট জনগণের মধ্যে এক ধরনের অনিয়শ্চয়তা দেখা দেয়। ফলে শিক্ষা পরিবেশ ব্যাহত হয়।

২. আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে অধিকাংশ কেন্দ্রের শিক্ষক সহজলভ্য ও বিনামূল্যে প্রাপ্ত নিম্নমানের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ না থাকায় প্রকল্প দপ্তরের পক্ষ থেকেও সমস্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না।

৩. বাংলাদেশে মোট মসজিদের সংখ্যা ২,৫০,৩৯৯ টি হলেও প্রকল্পের ৬ষ্ঠ মেয়াদে যা এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাতে প্রাক-প্রাথমিক: ৩০,০০০টি, বয়স্ক: ৭৬৮টি ও কুরআন শিক্ষা: ২৯,২০০টি অর্থাৎ সর্বমোট ৫৯,৯৬৮টি কেন্দ্র চলমান রয়েছে। যা মোট মসজিদের ১৩.৮৮%। ফলে চাহিদা থাকার পরও অনেক জায়গায় কেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভব হয়নি (mora 2020)।

দুই : ইসলামী মিশনের অধীনে মসজিদ ভিত্তিক মক্তব শিক্ষা কার্যক্রম

ইসলামিক মিশন বিভাগের মাধ্যমে বর্তমানে দেশের ৩২টি জেলার ৪০টি মিশন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সারাদেশে ৩৮০টি মক্তব শিক্ষাকেন্দ্র চালু রয়েছে। এ সকল কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষাসহ সহিহ কোরআন শিক্ষা, দুআ দরুদ শিক্ষা দেয়া হয়। মক্তব শিক্ষাকেন্দ্রে গড়ে ছাত্র/ছাত্রী উপস্থিতি প্রায় ১২০ জন। প্রতিটি মক্তব শিক্ষাকেন্দ্রে ১ জন করে শিক্ষক পাঠদান করেন। শিক্ষকদের সম্মানী ও ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা উপকরণ ও বইপত্র ইসলামিক মিশন হতে সরবরাহ করা হয়। শিক্ষকদের শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মসজিদভিত্তিক মক্তবে এ পর্যন্ত ২,২৫,০৪৭ শিশুকে পাঠদান করা হয়েছে (IFB 2015 A)।

তিন : ইসলামী মিশনের অধীনে ইবতেদায়ী মাদরাসা

ইসলামিক মিশন বিভাগের অধীনে ১৮টি এবতেদায়ী মাদরাসা পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল মাদরাসায় প্রাথমিক পর্যায় ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠদান করা হয়। প্রতিটি এবতেদায়ী মাদরাসায় ৫ জন শিক্ষকসহ বহু ছাত্র/ছাত্রী রয়েছে। শিক্ষকদের সম্মানী ভাতা ও আসবাবপত্র মিশন থেকে সরবরাহ করা হয়। এবতেদায়ী মাদরাসাগুলি ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণ কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে (IFB 2015 B)।

চার : দারুল আরকাম মাদরাসা

প্রকৃত ইসলামী চেতনার মর্মালোকে আরবি ধারায় একটি দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক ২০১৮ শিক্ষাবর্ষে সারাদেশে একযোগে ১ হাজার ১০টি দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, র্মমবানী ও চেতনার প্রচার ও প্রসার এবং আরবী ভাষা শিক্ষার সুযোগ তৈরী হয়েছে দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে কোন সরকার কর্তৃক এক সাথে ১ হাজার ১০টি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করার ঘটনা ইতিহাসে বিরল। ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেখানে দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদরাসা স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে একদিকে

যেমন ৫ সহস্রাধিক উচ্চ শিক্ষিত আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তেমনি লক্ষাধিক শিশু আরবী ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে দ্বীনি শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

'দারুল আরকাম' নামকরণ

মহানবী মুহাম্মদ ﷺ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকেই ওহীভিত্তিক শিক্ষা বিস্তারকল্পে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ইসলামের প্রাথমিক স্তরে নব দীক্ষিত মক্কার মুসলমানদেরকে হাতে-কলমে মহান আল্লাহর একত্ববাদের শিক্ষা প্রদানের জন্য মক্কার নিকটবর্তী সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সাহাবী আরকাম র.-এর ঘরকে নির্বাচন করেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মাদরাসা হিসেবে যা 'দারুল আরকাম' নামে পরিচিত। দারুল আরকাম নামক এ শিক্ষালয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং শিক্ষকতা করেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত 'দারুল আরকাম' নামক এ শিক্ষা নিকেতনে নব দীক্ষিত মুসলমানদের মাঝে রাসূলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এ শিক্ষাকেন্দ্র থেকেই নবী করীম ﷺ কুরাইশদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

দারুল আরকাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পটভূমি

৩০ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে একনেক সভায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে নির্দেশনা দেওয়া হয় যে,"বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় স্কুল নেই সেখানে এ প্রকল্পের মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় অন্যান্য শিক্ষার পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।"

১৮ মার্চ ২০১৫ তারিখে 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম'-এর আওতায় আরবি ভাষা শিক্ষা কোর্স চালুকরণ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে,"শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। এখানে কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ভাষা শিখলে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে কাজে লাগবে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় আরবি ভাষা শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।"

বিগত ৩ বছর যাবৎ গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রতিটি উপজেলায় ২টি করে মোট ১০১০টি দারুল আরকাম মাদরাসা প্রতিষ্ঠার জন্য মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পটি ২৩ মার্চ ২০১৭ তারিখে ১ম সংশোধিত প্রকল্প হিসেবে অনুমোদিত হয়, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২২৭২০৪.০০ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে ২০১৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে সারাদেশে ১০১০টি দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদরাসা চালু হয়েছে। (IFB 2020)।

সুপারিশ

এক. প্রকল্পটি ধারাবাহিকভাবে সমাজের অবহেলিত ও দরিদ্র পরিবারের শিশু শিক্ষার্থীদের প্রি-স্কুলিং ও সচেতনতা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং প্রকল্পের নিজস্ব উদ্যোগে তাদের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তির (প্রতি বছর গড়ে ৮১%) ব্যবস্থা করে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে প্রকল্পটি জনগণের নিকট ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য

বিভিন্ন মহল থেকে জোর দাবি উঠেছে। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

দুই. প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা এবং চাহিদা বিবেচনায় এনে প্রকল্পের জনবলসহ সকল কার্যক্রম সরকারের রাজস্ব বাজেটের নিয়মিত কর্মসূচির অধীনে রেখে কার্যক্রম বাস্তবায়ন অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

তিন. শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা ও তাদের বয়সের দিকে খেয়াল রেখে আনন্দদায়ক কিছু শিক্ষা ও খেলার উপকরণ কেন্দ্রে সরবরাহ করা প্রয়োজন। এতে তারা পড়ার পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়েও আগ্রহী হবে। শিক্ষকদের প্রতিটি বইয়ের জন্য পৃথক-পৃথক শিক্ষক নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক।

চার. মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা।

পাঁচ. শিক্ষক সম্মানী বৃদ্ধি করা।

ছয়. এ কার্যক্রমে ইমামদেরকে অধিকহারে সম্পৃক্ত করা এবং তাদেরকে উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ দেয়া যায়।

সাত. দেশের সকল মসজিদে প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

আট. জেলা কর্মকর্তাদের প্রকল্পকালীন মনিটরিং করার লক্ষ্যে গাড়ির সুবিধা প্রদান।

নয়. শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান যাচাইয়ের জন্য সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

উপসংহার

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত মসজিদভিত্তিক শিশু ও কিশোরদের মাঝে ইসলামি শিক্ষা কার্যক্রম একটি জনহিতকর, ধর্ম নৈতিক শিক্ষামূলক, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাবান্ধব প্রকল্প। এটি জাতিসংঘ ঘোষিত MDG এবং জাতীয় পর্যায়ে PRSP'র লক্ষ্য অর্জনেও সহায়তা করছে। সাক্ষরতা অর্জনের ক্ষেত্রে এ কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে MDG'র সাফল্য অর্জনে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা বঞ্চিত শিশুরা এ প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার সুযোগ লাভ করছে। বেশি সময় ধরে অব্যবহৃত গ্রামের মসজিদের আঙ্গিনাকে জনহিতকর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। মসজিদের ইমামগণের একটি বড় অংশের ইমামতির পর অন্য কোন কাজ থাকে না। এ সকল ইমাম এ প্রকল্পে নিজেদের সমৃদ্ধ করার সঙ্গে নিজেদের যেমন নিরক্ষরতা দূরীকরণে অবদান রাখতে পারেন তেমনি তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনে সংশ্লিষ্টদের মানসিকতা তৈরিতে এ প্রকল্প অবদান রাখছে। প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাধাসমূহ দূরীভূত করতে পারলে এটি আরো অধিকহারে জনহিতকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এটা সহজেই অনুমেয় যে, দেশের গণমানুষের জন্য এ যাবৎ বাস্তবায়িত গণসাক্ষরতা কার্যক্রম যথেষ্ট নয়, এর আরও অনেক সম্প্রসারণ ও বিস্তার অবিলম্বে আবশ্যক। এ বাস্তবতা থেকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাখাতে বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের মাঝে ইসলামিক শিক্ষা প্রদানে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Alam, Kazi Rafiqul. 2005. Nirokkhorota Durikorone Masjid Vittik Shishu O Gonoshikkha Karjakram-er Bhumika. Seminar Article, 2nd June, 2005. BIAM Foundation, Dhaka.

Al-Muti, Abdullah. 2002. *Sorbojonin Shikkha : Otit, Bortoman, Bhobisshaot*. (Bangladesher Shikkha Bebostha : Management of Education in Bangladesh) Hosne Ara Shahed (ed.). Dhaka: Suchipotro Prokashoni.

Banglapedia. 2015. http://bn.banglapedia.org/index.php/ ইসলামিক- ফাউন্ডেশন- বাংলাদেশ)

Gonoprojatontri Bangladesher Sonbidhan (The Constitution of the People's Republic of Bangladesh). 2010. Dhaka: Songha Prokash.

Haque, Md. Anwarul. 2002. *Bangladeshe Upanusthanik Shikkhabebostha*. (Bangladesher Shikkha Bebostha : Management of Education in Bangladesh). Hosne Ara Shahed (ed.). Dhaka: Suchipotro Prokashoni.

Ibn 'Asākir, 'Alī ibn al-Ḥasan ibn Hibat Allāh ibn `Abd Allāh. 1995. *Tārīkh Dimashq*. Beirut: Dār al-Fikr.

Ibn Ḥibbān¸ Muḥammad ibn Hibban ibn Aḥmad. 1973. *Kitāb al-Thiqāt*. India: Dāira al-M'ārif al-Islāmiya.

IFB, Islamic Foundation Bangladesh. Final Evaluation Report (চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন). 2008. Mosque-based Child and Mass Education Programme (Masjid Vittik Shishu O Gonoshikkha Karjakram) (4th Stage).

IFB. 2020. http://www.islamicfoundation.gov.bd/site/page/ea30c305-b510-4558-bbe8-26d065b945c7

IFB. 1975. The Islamic Foundation Act-1975 (Act XVII of 1975)

IFB. 2015 A. http://islamicfoundation.gov.bd/site/page/2f1ead2d-e459-4084-a88a-b5a54a6f7f57/মক্তব- শিক্ষা

IFB. 2015 B. http://islamicfoundation.gov.bd/site/page/a39d3190-1302-4e7e-93ef-2076db00f4be/এবতেদায়ী- - মাদরাসা

Kalerkantho, Sep. 6, 2020. https://www.kalerkantho.com/online/national/2020/09/06/952662

Mora. 2020. https://mora.portal.gov.bd/site/page/e7dc46d7-9a0f-470f-95ed-7503eba9a7ae/সাম্প্রতিক- সাফল্য

Numani, Allamah Shibli & Nadwi, Sayyid Sulaiman. 1995. Siratunnabi. Translation: Mawlana Muhiuddin Khan. Dhaka: Madina Publications.

Siddiqi, Muhammad Khaled Saifullah. 2002. Muslim Utsob Oitijya. Dhaka: Batayon Prokashon.

UDHR, Universal Declaration of Human Rights.1948. UNO. Artcle-26